নিপোর্ট বার্তা

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর মুখপত্র

বর্ষ - ২৬ | সংখ্যা- ১ | জুলাই - অক্টোবর, ২০১৮

উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ শীর্ষক ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮

উন্নয়ন মেলা ২০১৮ পরিদর্শনে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মো. নাসিম এমপি।

পৃথিবীর মানচিত্রে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অনন্য উদাহরণ। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অধিকাংশ সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রার পেছনে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়ার ইতিহাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ ও যোগ্য নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত ভঙ্গুর অর্থনীতিকে সচল করে এগিয়ে চলা ও সে পথপরিক্রমায় ''রূপকল্প ২০২১'' বাস্তবায়ন-সহ নানা সূচকে অগ্রগতি সম্পর্কে বর্তমান সরকার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের এ উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ড জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে গত ৪-৬ অক্টোবর, ২০১৮ ঢাকা জেলা প্রশাসন-এর উদ্যোগে ও অন্যান্য সকল দপ্তরের সমন্বয়ে ও সহযোগিতায় ''উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ'' শীর্ষক ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮ ঢাকার শেরেবাংলা নগর বাণিজ্য মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলায় সকল মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ থেকে নিপোর্ট ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের জন্য নির্দিষ্ট ষ্টলে নিপোর্ট এর প্রকাশিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণ ও গবেষণা প্রতিবেদন/জরিপ প্রতিবেদন প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়। মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মো. নাসিম এমপি প্রথম দিন নিপোর্টের ষ্টল পরিদর্শন করেন এবং প্রদর্শনীর উপস্থাপনা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সময় মাননীয় মন্ত্রীর সাথে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা ছাড়াও প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও প্রতি উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) গৃহীত হয়েছে। দেশের চলমান উন্নয়ন সাফল্যকে জনগণের কাছে তুলে ধরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সরকারের উন্নয়ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য মেলার আয়োজন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী চিন্তাপ্রসূত বিশেষ ১০টি উদ্যোগ দেশের অর্থনীতিতে দিনবদলের সূচনা করেছে। উদ্যোগসমূহ হলো-

১) একটি বাড়ি একটি খামার;
২) কমিউনিটি ক্লিনিক;
৩) নারীর ক্ষমতায়ন;
৪) সবার জন্য বাসস্থান;
৫) শিক্ষা সহায়তা;
৬) ডিজিটাল বাংলাদেশ;
৭) পরিবেশ সুরক্ষা;
৮) বিনিয়োগ বিকাশ;
৯) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি; ও
১০) ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ।

পরিবেশ সুরক্ষিত রেখে নিজ শক্তিতে বৈষম্যহীন সমৃদ্ধি অর্জনে এ উদ্যোগগুলো সবচেয়ে সময়োচিত পদক্ষেপ। দেশের প্রতিটি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ উদ্যোগগুলো ব্যাপকভাবে অবদান রাখছে।

মেলার স্টলে নিপোর্ট ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নির্ধারিত ষ্টলে অংশগ্রহণ করে। যেখানে নিপোর্টের বিগত দশ বছরে কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। বিগত দশ বছরে নিপোর্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিগুলো হলো:

নিপোর্টের প্রশিক্ষণ ইউনিট উল্লিখিত সময়ে যে সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন সেগুলো হলো-

- নিপোর্টে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ১,১৫,৭৬৭ জন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এবং সেবাপ্রদানকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রশিক্ষণে মোট ১৫ টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- উক্ত সময়ে মোট ১১টি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন/হালনাগাদ করা হয়েছে।

নিপোর্টের গবেষণা ইউনিট থেকে জাতীয় পর্যায়ে ১২টি সার্ভে সম্পাদন করে এর ফলাফল সকল পেশাজীবির সামনে উপস্থাপন করা হয়। দেশে ও বিদেশের গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এনজিও কর্মী ও সর্বস্তরের পেশাজীবি সার্ভের ফলাফল বা এর তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। তাছাড়া, এ সার্ভের তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে প্রধান তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। নিম্নে সার্ভের শিরোনামগুলো বর্ণিত হলো :

- বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ (BMMS) ২০১০ ও ২০১৬;
- বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এ্যান্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) ২০১১, ২০১৪ ও ২০১৭;
- ইউটিলাইজেশন অব এ্যাসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি (UESD) সার্ভে ২০০৯, ২০১০, ২০১৩ ও ২০১৬;
- বাংলাদেশ আরবান হেলথ্ সার্ভে (BUHS) ২০১৩;
- বাংলাদেশ হেলথ্ ফ্যাসিলিটি সার্ভে (BHFS) ২০১৪ ও ২০১৭ এবং ৭০টি অগ্রাধিকারভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে;
- ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও এনজিও কর্মী নিপোর্ট গ্রন্থাগার ব্যবহার করছেন। তাছাড়া, বিগত ২ বছরে বেগম বদরুন্নেছা সরকারি কলেজ ও ইডেন মহিলা কলেজের সমাজ কর্ম বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ১৪৯ জন ছাত্রী নিপোর্টে ইন্টার্নশিপ করেছেন।

নিপোর্টের প্রশাসন ইউনিট থেকে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো:

- আজিমপুরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়-এর নতুন ভবন নির্মাণ;
- সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে ১টি এবং মানিকগঞ্জ সদরে ১টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) নির্মাণ;
- ময়মনসিংহ জেলায় ১টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) এবং নওগাঁ, রংপুর ও চাঁদপুর জেলায় ৩টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

বাংলাদেশে জনমিতিক সূচকে উল্লেখ করার মত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে

- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব

বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ নানা সীমাবদ্ধতার কারণে জনসংখ্যাকে কাঙ্খিত পর্যায়ে সীমিত রাখতে পারছে না। কিন্তু বাংলাদেশে জনমিতিক সূচকে উল্লেখ করার মত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পরিবার প্রতি সন্তান সংখ্যা এখন ২.৩। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এ সকল উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। USAID- এর অর্থায়নে এবং Save the Children, Bangladesh- এর কারিগরি সহায়তায় উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ব্যবস্থাপকদের জন্য নিপোর্টে আয়োজিত "Management and Leadership" শীর্ষক প্রশিক্ষণের ২১তম ব্যাচের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে গত ২৬

জুলাই, ২০১৮ তারিখ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নিপোর্টের মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মতিয়ার রহমান, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব নিমাই চন্দ্র পাল, পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার, প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ও নিপোর্টের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করছেন।

প্রধান অতিথি বলেন, পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিশ্রুত বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা যেমন- এসডিজি অর্জন করতে হলে আমাদের গৃহীত সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই বর্তমান সরকার জনবল নিয়োগ, তৃণমূল পর্যায়ে সেবার মান ও সেবা কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও দক্ষ কর্মীদের পুরস্কৃত করা-সহ বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে নিপোর্ট মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। যার ফলাফল জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা উন্নয়ন সূচকে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, বিশ্বের যে সকল দেশ দ্রুত উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে সে সব দেশ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহীতার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে সীমিত রাখার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এ সকল বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তিনি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত সকলকে আরো আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। একই সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মীদের একযোগে কাজ করে যাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকেও অনুভূতি ব্যক্ত করা হয়। তাঁরা আস্থা প্রকাশ করে বলেন যে, প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ইএসপি) ডেলিভারি কার্যক্রমকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারবেন।

অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট জনাব মো. মতিয়ার রহমান বলেন, Save the Children, Bangladesh-এর কারিগরি সহায়তায় "Management and Leadership" বিষয়ে এ পর্যন্ত ২১টি ব্যাচে মোট ৩৭৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৫ জন। তিনি বলেন, নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়-সহ এর অধীন ৩২টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গত অর্থবছরে ২৬,২৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যা গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অন্যান্য বিভাগের অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় বরাদ্দকৃত প্রশিক্ষণ যাতে নিপোর্ট পরিচালনা করতে পারে সে ব্যাপারে তিনি সচিব মহোদয়ের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে নিপোর্টের মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহান বলেন, প্রশিক্ষণ পেশাগত দক্ষতা ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে কর্মরত যে সকল কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন তারা অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজের আওতায় মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে এসডিজি অর্জনে অবদান রাখতে পারবেন। সচিব মহোদয়ের নিপোর্টে আগমনের জন্য তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

পাঁচ কর্মদিবসের এ প্রশিক্ষণ গত ২২-২৬ জুলাই, ২০১৮ তারিখে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ২১তম ব্যাচে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত UHFPO, UFPO, RMO, MO (MCH-FP), MO (Clinic), Upazila Co-ordinator (ICHW Project)- সহ মোট ১৮ জন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন। নিপোর্টের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আবদুল হামিদ মোড়ল প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন।

জাতীয় শোক দিবস উদ্ যাপন উপলক্ষে শোক র‍্যালি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ

নিপোর্টের মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহানের নেতৃত্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা হয়। র‍্যালি শেষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তাবক অর্পণ করা হয়। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় ও এর অধীন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেসমূহে অনুরূপ কর্মসূচি পালন করা হয় ।

মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গত ১৫ আগষ্ট ২০১৮ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নিপোর্টের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব নিমাই চন্দ্র পাল, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মতিয়ার রহমান, পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার-সহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহান প্রথমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-সহ ১৫ আগস্টে তাঁর পরিবারের শাহাদাৎবরণকারী সকল সদস্যকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন ও তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সর্বদা ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, এদেশের প্রত্যেক মানুষ দেশ প্রেমিক হবে এবং দেশের জন্য কাজ করবে। তিনি বাংলাদেশকে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। আমরা যেন তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারি। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা কারাগারের রোজনামচা বই দু'টি প্রত্যেক এফডব্লিউভিটিআই ও আরটিসিতে দেয়া হয়েছে। নিপোর্ট গ্রন্থাগারেও বই দু'টি রয়েছে। তিনি বলেন, বই দু'টি পড়লে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।

নিপোর্টের পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন উদার মনের নেতা ছিলেন। একজন নেতা হিসেবে যতগুণ থাকা দরকার তাঁর মধ্যে তা ছিল। অথচ এদেশের কিছু বিপদগামী সেনা সদস্যের হাতে ১৯৭৫ সালের এ দিনে এমন একজন মহান নেতাকে সপরিবারে নিহত হতে হলো। তিনি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শাহাদাৎবরণকারী সকল সদস্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান ও তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক-সহ নিপোর্টের পরিচালকবৃন্দ।

নিপোর্টের মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনে বাঙালির স্বাধীকারের বিষয়ে কোন আপোষ করেননি। তিনি দেশটিকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি দেশের মানুষকে ভাল দেখতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নিয়ে বক্তব্য রাখেন নিপোর্টের কর্মচারী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব জনাব মো. আব্দুল করিম দেওয়ান। অনুষ্ঠানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু-সহ তাঁর পরিবারের শাহাদৎবরণকারী সকল সদস্যের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন নিপোর্টের জনাব মো. শফিকুল ইসলাম।

গবেষণা অগ্রগতি

বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এ্যান্ড হেল্‌থ সার্ভে (BDHS) ২০১৭

বাংলাদেশের জনমিতিক ও স্বাস্থ্য অবস্থা তথা ফার্টিলিটি, পরিবার পরিকল্পনা, শিশুমৃত্যু, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং এইডস সচেতনতা সম্পর্কে তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতি তিন বছর পর পর নিপোর্টের কর্তৃত্বে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এ্যান্ড হেল্‌থসার্ভে (BDHS) পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত নিপোর্টের কর্তৃত্বে সাতটি BDHS পরিচালিত হয়েছে। ২০১৭ সালে ৮ম BDHS পরিচালিত হয়েছে। এ সার্ভের তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4th HPNSP) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রধান তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ২০১৭ এর বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এ্যান্ড হেল্‌থ সার্ভের প্রাথমিক ফলাফলের খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ সার্ভের খসড়া মূখ্য ফলাফল স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয় এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে গত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন ডাইরেক্টরগণ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণের সাথে কনসালটেটিভ সভার মাধ্যমে যথাক্রমে গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ এবং ১৫ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সার্ভের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

BDHS কনসালটেটিভ সভায় নিপোর্টের মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহান-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ হেলথ্ ফ্যাসিলিটি সার্ভে (BHFS) ২০১৭

চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4th HPNSP)-র প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন Operational Plan -এর আওতায় নিপোর্ট ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ হেল্‌থ ফ্যাসিলিটি সার্ভে ২০১৭ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সার্ভের উদ্দেশ্য হলো মানসম্মত ও কার্যকর সেবা প্রদানের জন্য সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও হাসপাতাল এবং ক্লিনিকসমূহের সেবার প্রাপ্যতা ও সেবা প্রদানের প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা এবং HPNSP-র Result Framework-এ যাচিত তথ্য প্রদানে সহায়তা করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত Service Readiness

Indicator ব্যবহার করে জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার ভিত্তিতে জেলা থেকে কমিউনিটি পর্যায় পর্যন্ত মোট ১৫২৪ টি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র থেকে এ সার্ভের তথ্য আহরণ করা হয়।

বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভের খসড়া ফলাফল নিয়ে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং USAID-এর আর্থিক সহায়তায় ও আইসিএফ ইন্টারন্যাশনাল, যুক্তরাষ্ট্র-এর কারিগরি সহায়তায় নিপোর্ট এ সার্ভে পরিচালনা করছে। এটি বাংলাদেশে পরিচালিত চতুর্থ হেল্‌থ ফ্যাসিলিটি সার্ভে। সার্ভের খসড়া মুখ্য ফলাফল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের স্টেকহোল্ডার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে গত ১২-০৮-২০১৮, ২৮-০৮-২০১৮ এবং ৩০-০৮-২০১৮ তারিখ ধারাবাহিকভাবে কনসালটেটিভ সভার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি কর্মশালার মাধ্যমে সার্ভের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

বাংলাদেশ ডাটা কোয়ালিটি রিভিউ সার্ভে (BDQRS) ২০১৭

নিপোর্ট কর্তৃক "Bangladesh Data Quality Review Survey (BDQRS)" ২০১৭ এর কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। জরিপটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের National Tuberculosis Control Program (NTCP) কর্মসূচি ও Global Fund-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে WHO এবং Global Fund কর্তৃক প্রণীত Data Quality Review (DQR) Methodology Gis Tool Kit (WHO 2015) ব্যবহার করা হচ্ছে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে WHO এবং Global Fund কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। বর্তমানে এ সার্ভের ডাটা ভেরিফিকেশন ও ক্লিনিং এর কাজ চলছে।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণা

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4th HPNSP)-এর ''প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD)'' শীর্ষক Operational Plan-এর আওতায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) অনুমোদিত প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান (সার্ভিসেস) অনুযায়ী ৬টি অগ্রাধিকারভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সার্ভিস প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে ৪টি গবেষণা বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ২টি গবেষণার প্রস্তাবনা তৈরি করে নিপোর্ট সরাসরি বাস্তবায়ন করছে। গবেষণাসমূহ নিম্নরূপ:

1) Exploring the Causes of High C-Section Among Mothers Delivered in Public, Private and NGO Facilities;
2) Need Assessment of Geriatric Care in Bangladesh;
3) Assessing Utilization of Satellite Clinic;
4) Assessing the Readiness of the ESP Service Providers at Upazila Level and Below;
5) Follow-up of FWV Basic Training Conducted During Last one/two Years;
6) An Assessment of Current Status of PPFP Services in Bangladesh: Identify the Opportunities and Barriers.

উক্ত গবেষণাসমূহের তথ্য সংগ্রহের কাজ ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে শেষ হবে।

প্রশিক্ষণ অগ্রগতি
(জুলাই-অক্টোবর, ২০১৮)

নিপোর্টে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর মাসে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ও অন্যান্য কর্মকান্ডের শতকরা ৯১ ভাগ অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-সমূহে (এফডব্লিউভিটিআই) শতকরা ৮০ ভাগ এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে (আরটিসি) শতকরা ১০০ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এ সময়ে পরিচালিত সর্বমোট ১২৬ ব্যাচের প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে ৬ ব্যাচ, এফডব্লিউভিটিআইতে ৬০ ব্যাচ ও আরটিসিতে ৬০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। এ সকল প্রশিক্ষণে ও অন্যান্য কর্মকান্ডে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি)-তে নিয়োজিত সর্বমোট ২৩৭৩ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, এফডব্লিউভিটিআই ও আরটিসিসমূহে জুলাই-অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা, মেয়াদ, অর্জন ও অর্জনের শতকরা হার নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো :

নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় :

ক্র.	প্রশিক্ষণ কোর্স/ কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে নিপোর্ট অনুষদবর্গ এবং রিসোর্স পার্সনদের জন্য প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR) বিষয়ক ৪টি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)	৪ ব্যাচ	৫ দিন	১০০ জন	৭১ জন	৭১%
	মোট=	৪ ব্যাচ	-	১০০ জন	৭১ জন	৭১%

পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট:

ক্র.	প্রশিক্ষণ কোর্স/ কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	নিপোর্টের আওতাধীন ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে SSN ও FWV-দের নবজাতকের সমন্বিত সেবা (CNC) বিষয়ক ৬০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ	৬০ ব্যাচ	৫ দিন	৯৬০ জন	৭৬৮ জন	৮০%
	মোট=	৬০ ব্যাচ	-	৯৬০জন	৭৬৮ জন	৮০%

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

ক্র.	প্রশিক্ষণ কোর্স/ কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	নিপোর্টের আওতাধীন ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA)-দের দলগত প্রশিক্ষণ (Team Training) বিষয়ক ৬০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ	৬০ ব্যাচ	৫ দিন	১৫০০ জন	১৫০০ জন	১০০%
	মোট=	৬০ ব্যাচ	-	১৫০০ জন	১৫০০ জন	১০০%

নিপোর্টের নিজস্ব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইউএসএআইডির অর্থায়নে সেভ দ্যা চিলড্রেন এর সহযোগিতায় বর্ণিত সময়ে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়:

ক্র.	প্রশিক্ষণ কোর্স/ কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	TOT on Management and Leadership Curriculum	১ ব্যাচ	৩ দিন	১৮ জন	১৬ জন	৮৯%
২.	Management and Leadership Training for UH&FPO, UFPO, MO (MCH-FP), RMO/MO	১ ব্যাচ	৫ দিন	২০ জন	১৮ জন	৯০%
	মোট=	২ ব্যাচ	-	৩৮ জন	৩৪ জন	৮৯.৫%

বিদেশ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

নেদারল্যান্ডস্ সরকারের প্রতিষ্ঠান Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic)- এর অর্থায়নে পরিচালিত Developing TVET, HE and Training on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)– বিষয়ক কারিগরি সহযোগিতা কর্মসূচির আওতায় যৌথভাবে ৩টি প্রতিষ্ঠান নিপোর্ট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের James P Grants School of Public Health ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান Reproductive Health Services Training and Education Program কাজ করে আসছে। উল্লিখিত ৩টি প্রতিষ্ঠানের অনুষদবর্গের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে নেদারল্যান্ডস-এর আমস্টারডামে গত ৯-১৩ জুলাই, ২০১৮ তারিখে "Advocacy and Strategic Planning for Enhancing Access to Education and Training on SRHR in Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

মহাপরিচালক-সহ এসআরএইচআর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

উক্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় নিপোর্টের মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মতিয়ার রহমান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মিসেস বদরুন নেছা, উপসচিব মিসেস মাকসুদা হোসেইন এবং নিপোর্টের অডিওভিজ্যুয়াল স্পেশালিস্ট জনাব মো. রাজিবুল হাসান অংশগ্রহণ করেন।

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির (4th HPNSP)-এর "Training, Research and Development (TRD)" অপারেশনাল প্ল্যানের RPA (GOB) খাতের অর্থায়নে নিপোর্ট, এফডব্লিউভিটিআই ও আরটিসি-র অনুষদবর্গের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি অব ইন্দোনেশিয়া, জাকার্তা ও ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া-তে দু'টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

"Training on Monitoring and Evaluation (M&E) and Population Program Planning of Health and Population Sector Program" শীর্ষক কোর্সটি গত ৬-২০ জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় ইউনিভার্সিটি অব ইন্দোনেশিয়ার পাবলিক হেলথ বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। নিপোর্টের পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকারের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন নিপোর্টের মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম, ঊর্ধ্বতন গবেষণা সহযোগী মিজ্ শাহীন সুলতানা, পরিসংখ্যানবিদ মিজ্ শাহীনা আলম, গবেষণা সহযোগী জনাব এ, কে, এম আবদুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক (প্রশাসন) জনাব মোহাম্মদ সাফাত মোস্তফা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মিজ্ আফরোজা সুলতানা এবং জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ, এফডব্লিউভিটিআই, কুমিল্লা ও জনাব মো. ওবায়দুর রহমান সরদার, অধ্যক্ষ, এফডব্লিউভিটিআই, রাঙ্গামাটি।

ইউনিভার্সিটি অব ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়গুলো ছিল- Overview and discussion: Indonesia health system; family planning services in Indonesia; Overview about primary health care in Indonesia; Overview and discussion: minimal standard of health services in Indonesia; Overview and discussion: Information dashboard for monitoring health program.

"Improving and Measuring Training Effects and Outcomes in Health Sector" শীর্ষক কোর্সটি গত ৫-১৯ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়ার বিজনেস স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মো. আবদুল্লাহ সাজ্জাদের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপসচিব মিজ্ বদরুন নাহার, নিপোর্টের সহকারী পরিচালক জনাব মো. মাহফুজুর রহমান, জনাব বিশ্বজিৎ বৈশ্য, সৈয়দা উম্মে কাউসার ফেরদৌসী, গবেষণা সহযোগী মিজ্ রীতা ফারাহ্ নাজ, গ্রন্থাগারিক জনাব দীপক চন্দ্র রায়, ডা. হরিচাঁদ শীল অধ্যক্ষ, এফডব্লিউভিটিআই, ফরিদপুর, ডা. মোদাবেবরুল ইসলাম অধ্যক্ষ, এফডব্লিউভিটিআই, বগুড়া, মো. রেজাউল কবির অধ্যক্ষ, এফডব্লিউভিটিআই, খুলনা, ডা. আরিফা আক্তার, প্রভাষক (মেডিক্যাল), এফডব্লিউভিটিআই, খুলনা, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান, আরটিসি, বেড়া, মিজ্ মুকিমা শিরিন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, আরটিসি, ধামরাই, ঢাকা।

প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়গুলো ছিল- Training Needs Assessment (TNA) for Health Workforce, TNA Questionnaire (Sample Survey) Development, Training Assessment Worksheet, Competency-based Curriculum of Health Workforce, Task Analysis, Gap (performance) Analysis, Learning Strategies, Management of Training Institutes, Kolb's Experimental Learning Theory, Instructional System Design (ISD), Communication Skills, Reinforcement Techniques, Role Playing, Evaluation and the Training Cycle, Kirkpatrick's 4 Levels of Evaluation, Process of Training Evaluation, Learning Game Kit.

বিদায় সংবর্ধনা

নিপোর্টের মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহান-এর বিদায় সংবর্ধনা

নিপোর্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে গত ২৫ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ নিপোর্টের মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহান-এর ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে বদলি হওয়ায় এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহান বলেন, নিপোর্ট থেকে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এখানে কাজ করে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। তাঁর মতে তিনি নিপোর্টের জন্য যেটুকু করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি নিয়ে গেছেন। এজন্য তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। তিনি নিপোর্ট সম্পর্কে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নবাগত সচিব মহোদয়কে অবহিত করেছেন।

বিদায়ী মহাপরিচালক বলেন, আমরা যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি, সে বাংলাদেশ পেতে হলে আমাদের সকলের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। নতুন কর্মস্থলে তাঁর অনেক বেশি দায়িত্ব রয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, নিপোর্টের পাশে সবসময় তিনি থাকবেন। তিনি বলেন, নিপোর্টের সকলের সার্বিক সহযোগিতায় তিনি কাজ করেছেন। এজন্য তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ডেল্টা প্ল্যান অনুযায়ী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কাজ করে যাওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান। তাঁর সম্মানে সুন্দর একটি বিদায়ী অনুষ্ঠান করার জন্য নিপোর্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পরিচালক (গবেষণা) ও যুগ্মসচিব জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার বিদায়ী মহাপরিচালকের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি প্রতিদিন যথাসময়ে অফিসে এসে অন্যদেরকেও যথাসময়ে আসতে উৎসাহিত করতেন। তিনি প্রচন্ড চাপের মধ্যেও কাজ করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী সকলকে বিমোহিত করেছে। তাঁর চমৎকার ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মতিয়ার রহমান বলেন, বেগম রৌনক জাহান নিপোর্টের সাথে আত্মিক সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিপোর্টের উন্নয়নের জন্য কাজ করে গেছেন। নিপোর্টের জনবল স্থায়ীকরণ, নতুন নিয়োগ এবং নিপোর্টের জন্য নতুন জায়গা পাওয়া এসকল বিষয়ে নিরলস কাজ করে গেছেন। নিপোর্টের নতুন ভবন তৈরির কাজে তিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং কাজটি করতে পেরেছেন। তিনি বিদায়ী মহাপরিচালকের শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে এফডব্লিউভিটিআই-র পক্ষে খুলনা এফডব্লিউভিটিআই-র অধ্যক্ষ জনাব মো. রেজাউল কবির ও আরটিসি-র পক্ষে মিঠাপুকুর আরটিসি-র প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মো. আবদুল আজিজ বক্তব্য রাখেন। কর্মচারীদের পক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন নিপোর্ট এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন-এর মহাসচিব জনাব মো. আব্দুল করিম দেওয়ান ও মহাপরিচালক মহোদয়ের গোপনীয় সহকারী জনাব মো. নঈম হোসেন। বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে নিপোর্টের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা তথা নিপোর্টের সার্বিক উন্নয়নে প্রাক্তন মহাপরিচালকের বিভিন্ন কর্মকান্ড, তাঁর দক্ষতা ও কাজের প্রতি আগ্রহের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে নিপোর্টের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিদায়ী মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহান বক্তব্য রাখছেন।

সভাপতির বক্তব্যে নিপোর্টের পরিচালক (প্রশাসন) ও মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব নিমাই চন্দ্র পাল বলেন, বিদায়ী মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহান ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন। ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সময় দিয়েছেন, এটা নিপোর্টের প্রতি তাঁর ভালবাসারই প্রমাণ। তিনি একজন দক্ষ, সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তা হিসেবে নিপোর্টে কাজ করে গেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি নিপোর্টের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাঁর সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

নিপোর্টের ছয়জন কর্মচারীর বিদায় সংবর্ধনা

বিভিন্ন সময়ে অবসরোত্তর উত্তর ছুটিতে গমনকৃত নিপোর্টের ছয়জন কর্মচারীর বিদায় সংবর্ধনা গত ২৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখে নিপোর্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন নিপোর্টের মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহান।

নিপোর্টের মহাপরিচালক বেগম রৌনক জাহান-এর সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক-সহ নিপোর্টের পরিচালক (প্রশাসন) ও অতিরিক্ত সচিব জনাব নিমাই চন্দ্র পাল, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মতিয়ার রহমান, পরিচালক (গবেষণা) ও যুগ্মসচিব জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার, নিপোর্টের মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম বক্তব্য রাখেন। কর্মচারীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন নিপোর্ট এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মো. মাহবুবুর রহমান তালুকদার ও মহাসচিব জনাব মো. আবদুল করিম দেওয়ান। বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে অবসরে যাওয়া কর্মচারীদের কর্মকালীন অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং তাঁদের সকলের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

বিদায় সংবর্ধনাপ্রাপ্ত কর্মচারীবৃন্দরা হলেন- সর্বজনাব মো. আবদুল হক, প্রধান সহকারী; মো. আলমগীর হাওলাদার, হিসাবরক্ষক; মো. শামসুল হক, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর; মো. এমদাদুল হক, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর; প্রদীপ কুমার হালদার, অফিস সহকারী; এবং মো. আবুল হোসেন, বাবুর্চি।

সম্প্রতি অবসর উত্তর ছুটিতে গমনকারী কর্মচারী হলো-

ক্র.	কর্মচারীদের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	যোগদানের তারিখ	অবসরের তারিখ
১	জনাব মো.জাকির হোসেন, গাড়িচালক	আরটিসি,ভাংগা ফরিদপুর	২৩.১০.১৯৮৩	১৫.০৮.২০১৮
২	জনাব আব্দুর রহিম পরিচ্ছন্নতাকর্মী	আরটিসি, গৈলা, বরিশাল	০৪.০৩.১৯৮৪	২২.০৮.২০১৮ (মৃত্যুজনিত কারনে)
৩	মিজ্ সুফিয়া খাতুন বাবুর্চি	আরটিসি,সীতাকুন্ডচ ট্রগ্রাম	০১.০৬.১৯৮৫	১২.০৯.২০১৮
৪	মো. ইয়াকুব আলী অফিস সহায়ক	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	২৪.০৪.১৯৮৫	৩০.০৯.২০১৮
৫	জনাব মো.আব্দুল মান্নান, অফিস সহায়ক	এফডব্লিউভিটিআই দিনাজপুর	২৬.১২.১৯৭৭	০১.১০.২০১৮
৬	জনাব মো.আবুল হোসেন সরকার, নিরাপত্তা প্রহরী	এফডব্লিউভিটিআই দিনাজপুর	০৮.০২.১৯৮৪	০১.১০.২০১৮ (স্বেচ্ছায় অবসর)
৭	মনোয়ারা বেগম কম্পি.অপা-কাম -মুদ্রাক্ষরিক	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	১০.০৮.১৯৮৭	০১.১০.২০১৮
৮	জনাব মো. আবুল কাসেম, গাড়িচালক	এফডব্লিউভিটিআই কুমিল্লা	১৭.১০.১৯৮৩	০৩.১০.২০১৮
৯	মোছা: আনজেরা খাতুন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী	আরটিসি, চারঘাট, রাজশাহী	৩০.০৮.১৯৮৪	০৪.১০.২০১৮
১০	জনাব মো. আবু তারিক ওয়ার্ডবয়	এফডব্লিউভিটিআই রাজশাহী	২৬.১২.১৯৮৪	০৬.১০.২০১৮
১১	জনাব এ,এইচ,এম গোলাম সরোয়ার কামাল, ক্যাশিয়ার	এফডব্লিউভিটিআই রাজশাহী	১৫.০৫.১৯৮৪	১০.১০.২০১৮
১২	জনাব মো. রেজাউল শেখ,নিরাপত্তা প্রহরী	এফডব্লিউভিটিআই ফরিদপুর	০১.০২.১৯৮৪	১৪.১০.২০১৮
১৩	জনাব মো. মফিজুর রহমান, ক্যাশিয়ার	আরটিসি, গাংনী, মেহেরপুর	১৫.০১.১৯৮৪	২১.১০.২০১৮ (মৃত্যুজনিত কারনে)
১৪	মিসেস জাকিয়া খাতুন, বাবুর্চি	এফডব্লিউভিটিআই বগুড়া	৩০.০৮.১৯৮৪	২৯.১০.২০১৮
১৫	জনাব মো. শহিদুল ইসলাম, নিরাপত্তা প্রহরী	আরটিসি, মিঠাপুকুর, রংপুর	২১.০৩.১৯৮৪	৩১.১০.২০১৮ (মৃত্যুজনিত কারনে)

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি : সুশান্ত কুমার সাহা

সদস্য : মো. মতিয়ার রহমান, নিমাই চন্দ্র পাল, মো. রফিকুল ইসলাম সরকার ও আবদুল হামিদ মোড়ল

সম্পাদক : দীপক চন্দ্র রায়, **সহকারী সম্পাদক :** বিশ্বজিৎ বৈশ্য ও রীতা ফারাহ্ নাজ, **উপসহকারী সম্পাদক :** মো.নজমুস-সা-আদাত

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আজিমপুর, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত

[বি.দ্র. আগ্রহী গবেষক, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তথ্যের বিকৃতি না ঘটিয়ে নিপোর্ট বার্তায় প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন।]

ফোনঃ ৯৬৬২৪৯৫/৫৮৬১১২০৬, ফ্যাক্সঃ ৫৮৬১৩৩৬২, ওয়েবসাইটঃ www.niport.gov.bd